খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা,২০১৫ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	কার্যক্রমের আওতা	১
২।	পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান	১
৩।	ডিলারের যোগ্যতা (ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার)	২
৪।	বিক্রয় প্রক্রিয়া	২
৫।	চাল/আটা/গম উত্তোলন	৩
৬।	বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি	৩
৭।	ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়া	৩
৮।	মনিটরিং	৪
৯।	ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ	৪
১০।	গঠিত কমিটিসমূহ	৫
১১।	কমিটিসমূহের কার্যপরিধি	৬
১২।	অঙ্গীকারনামা	৬
১৩।	অঙ্গীকারনামার ছক (পরিশিষ্ট-ক)	৭

০৬/৪/২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১৫/১০৩

তারিখঃ ২৪ চৈত্র, ১৪২১ বঃ
০৭ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রি.

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা,২০১৫ খ্রিঃ

Public Food Distribution System (পিএফডিএস) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ওএমএস নীতিমালা,২০১২ বাতিলক্রমে "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা,২০১৫" নিম্নরূপভাবে জারি করা হলঃ-

১। কার্যক্রমের আওতা ঃ

ক. খোলা বাজারে চাল/আটা/গম বিক্রির এলাকা/আওতা, শুরুর সময় ও মূল্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল/আটা/গম বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ. বর্তমানে পরিচালিত ওএমএস পদ্ধতিতে শনিবার ব্যতীত সপ্তাহে ০৬ দিন প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ০২ মেঃ টন চাল এবং ০১ মেঃ টন আটা প্রতিটি ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনন্দিন বিক্রয়ের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন।

গ. সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের মূল্য, বিতরণের পরিমাণ, ডিলার সংখ্যা, সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি ইত্যাদি হ্রাস/বৃদ্ধিসহ এ নীতিমালার যে কোন অংশ সংশোধন/সংযোজন/ বিয়োজন করতে পারবেন।

০২। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদর ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সংগে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালনা/পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি টিম পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

খ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার/উভয় প্রকার ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার যে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কাজ তদারকি করতে পারবেন।

০৩। ডিলারের যোগ্যতা (ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার) ঃ

ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক/জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত হতে হবে এবং তার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে;

খ) ডিলারকে প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানদার/চালের খুচরা দোকানদার/সাধারণ ব্যবসায়ী হতে হবে;

গ) ডিলারের একসাথে কমপক্ষে ০২ (দুই) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

ঘ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও খাদ্যশস্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

ঙ) আবেদনকারীকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে;

চ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

ছ) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রাক ডিলারকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ট্রাকে এবং দোকান ডিলারকে দোকানে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে। তবে ট্রাক ডিলারেরও উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

জ) ডিলারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা জায়গায়/ ট্রাকে/অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে খাদ্যশস্য বিক্রয়ে সম্মত থাকতে হবে;

ঝ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কোন ডিলার/মিলার/ঠিকাদারি কাজে ইতোপূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন ব্যক্তি ডিলার হতে পারবেন না;

ঞ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন কোন পরিবহন ঠিকাদার/শ্রম ঠিকাদার/মিলার/ডিলার হিসেবে কর্মরত কোন ব্যক্তি/তাঁর উপর নির্ভরশীল কেউ পুনরায় এ কার্যক্রমের ডিলার হতে পারবে না; এবং

ট) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না।

০৪। বিক্রয় প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে হবেঃ-

ক) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা অথবা চাল/আটা/গম বিক্রয় শেষ হওয়া পর্যন্ত (যা আগে হয়) দোকান খোলা রাখতে হবে।

খ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ চাল/আটা/গম বিক্রয় এবং বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টার রোল তৈরি করতে হবে।

গ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঘ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল/আটা/গম বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকি কর্মকর্তা বিক্রয় স্থলে দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে বিক্রয় আদেশ দিবেন। তাছাড়া দিনের বিক্রয় শেষে ডিলার ও তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টার রোল ও মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ঙ) ভোক্তাদের ভিড়ে ডিলারের দোকান অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্যকোন কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোন প্রশস্ত খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ হবার পরও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল/আটা থেকে গেলে, তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে।

০৮/৪/২০১৫

০৫। **চাল/আটা/গম উত্তোলন ঃ**

ক) চাল/আটা/গম উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদা পত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদা পত্র তৈরি করতে হবে।

খ) প্রতিটি দোকানে কমপক্ষে ০২ (দুই) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করতে হবে। তবে কোন ডিলার ইচ্ছা করলে ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে একসাথে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে পারবেন।

গ) বিক্রয় দিনের খাদ্যশস্যের মূল্য কমপক্ষে একদিন পূর্বে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে চাল/আটা/গম উত্তোলন করতে হবে।

ঘ) কোন বস্তার ওজন ৫০ কেজি বা ৮৫ কেজির (বস্তা ছাড়া) কম হবে না। সরকারি গুদাম হতে সরবরাহকালে চাল/আটা/গমের নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালাকৃত একটি করে নমুনা গুদামে ও অপরটি ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৬। **বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি ঃ**

ক) ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকান/ট্রাকে প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট/ ৩ ফুট) ঝুলাতে হবে এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা (সাদা রং) থাকতে হবেঃ

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য -	মাথাপিছু সর্বোচ্চ -
(ক) চাল ঃ ....টাকা/কেজি	(ক) চাল ঃ ....কেজি
(খ) আটা ঃ ....টাকা/কেজি	(খ) আটা ঃ........কেজি
(গ) গম ঃ ....টাকা/কেজি	(গ) গম ঃ ....কেজি

খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের কমান্ড এরিয়াতে ঢোল শহরত ও মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

০৭। **ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়াঃ**

ক) নিয়োজিত ডিলারকে প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

খ) ডিলারকে ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হবে।

গ) ডিলারকে প্রতিদিনের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে আগের দিন ডি,ও (ডেলিভারি অর্ডার) গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্যশস্য বিক্রির দিন সিএসডি/এলএসডি হতে চাল/আটা/গম গ্রহণপূর্বক সকাল ৯.০০ টার মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

ঘ) ট্রাকে খাদ্যশস্য বিক্রয় মনিটরিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক একজন করে কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

চ) দিনের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয় অন্তে নিঃশেষ না হলে দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য পরবর্তী ওএমএস দিবসের বরাদ্দের সাথে সমন্বয় করে ডিলারের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে।

ছ) মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে কোন মহানগর/সিটি কর্পোরেশন/জেলা শহরে বা অন্য শহরে ট্রাকের পরিবর্তে দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণে আগ্রহী ট্রাক ডিলারগণ এ কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

০৮। মনিটরিংঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের ওএমএস এর জন্য উত্তোলিত ও বিক্রিত চাল/আটা/গমের হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলবেন। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ফ্যাক্স/ই-মেইল/টেলিফোনে ঐ দিন বিকাল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড মনিটরিং (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সমন্বিত প্রতিবেদন পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণতঃ সকাল ৯.০০ টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য এমআইএসএন্ডএম বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না।

গ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। এছাড়া সমন্বিত প্রতিবেদন পরবর্তী দিবসে পূর্বাহ্নে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৯। **ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ ঃ**

এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত) ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে ঃ-

ক) এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে।

খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব ও দরিদ্রতা বিবেচনায় নিয়ে ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

গ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে খাদ্য অধিদপ্তর দফা ৯ (ক)(খ) মোতাবেক এলাকাভিত্তিক ডিলারের সংখ্যার কোটা নির্ধারণ করবে।

ঘ) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করতে হবে;

ঙ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন;

চ) সংখ্যা নির্ধারণক্রমে বড় বড় হাট-বাজার, শিল্প প্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

ছ) সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতোপূর্বে ওএমএস কার্যক্রমে নিয়োজিতদের মধ্য থেকে যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে ডিলার হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে। এভাবে নিয়োজিতদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিলার নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। তবে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে নিয়োগ দিতে হবে;

জ) ঢাকা মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনের নিরিখে, মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর, পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য এলাকা নির্বাচন করবে;

ঝ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার নিয়োগকালে ট্রাক ডিলারের নিকট হতে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম শেষে কোন দায়-দেনা বা ত্রুটি না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। দায়-দেনা বা ত্রুটি থাকলে হারাহারি মতে মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত জামানত থেকে সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। এতদ্ব্যতীত অঙ্গীকার নামায় উল্লিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

০৮/৪/২০১৫

১০। নিম্নোক্ত কমিটিগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বাজার ও ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে ঃ-

(১) ঢাকা মহানগরী ঃ

১.	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	-সভাপতি
২.	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-সদস্য
৪.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-সদস্য
৬.	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-সদস্য সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় কমিটি ঃ

১.	বিভাগীয় কমিশনার	-সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	উপপরিচালক, কৃষি বিপণন	-সদস্য
৪.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বিভাগীয় সদর)	-সদস্য
৬.	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২.	উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-সদস্য
৪.	জেলা মার্কেটিং অফিসার	-সদস্য
৫.	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৬.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব

(৪) উপজেলা কমিটি ঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সভাপতি
২.	উপজেলা চেয়ারম্যানের মনোনীত প্রতিনিধি	-সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-সদস্য
৪.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-সদস্য
৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
৬.	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৭.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-সদস্য-সচিব

১০.১। ওএমএস ডিলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০৮।৪।২০০৯

১১। **কমিটিসমূহের কার্যপরিধি ঃ**

ক) জনবহুলতা ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে বিক্রয় কেন্দ্র নির্বাচনের সুপারিশ করা;

খ) যোগ্যতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে ডিলার নিয়োগের সুপারিশ করা; এবং

গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশিপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্যকোন কারণে ডিলারশিপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২। **অঙ্গীকারনামা ঃ**

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলি সংবলিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-ক) দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ করলে, ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৭/৪/১৫

(মুশফেকা ইকফাৎ)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১৫-১৩৭

তারিখঃ ২৪ চৈত্র, ১৪২১ বঃ
০৭ এপ্রিল, ২০১৫খ্রি.

<u>বিতরণ ঃ(জ্যেষ্ঠতানুসারে নয়)</u>

১। অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংঃ ও সরঃ/প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপসচিব(সরবরাহ/সংস্থা প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১/সংস্থা প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৭/৪/২০১৫

(সালমা মমতাজ)
উপসচিব(সরবরাহ)
ফোন-ফোনঃ ৯৫৪৯২৭৪
E-mail: dssupply1@mofood.gov.bd

পরিশিষ্ট-'ক'

অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার)ঃ

আমি...

পিতা/স্বামী- ....

মাতা .... ওয়ার্ড নং- ....

পূর্ণ ঠিকানা ....

ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে বাধ্য থাকব ।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে । প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে । এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না ।

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ফুট-৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকব এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা (সাদা রং) থাকতে হবে ঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য -	মাথাপিছু সর্বোচ্চ -
(ক) চাল ঃ ....টাকা/কেজি	(ক) চাল ঃ ....কেজি
(খ) আটা ঃ ....টাকা/কেজি	(খ) আটা ঃ.......কেজি
(গ) গম ঃ ....টাকা/কেজি	(গ) গম ঃ ....কেজি

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব/ট্রাকযোগে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব ।

৫) চাল/আটা/গমের হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টার রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করব ।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না । যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব ।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব ।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব ।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে ট্রাক/দোকানযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারি করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব ।

১০) সরকারি নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে **(দণ্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে)** অর্থ সরকারি খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব । অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দণ্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবেন ।

১১) ওএমএস-এ ট্রাক/দোকান হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন (ট্রাক ডিলারের ক্ষেত্রে) এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালোতালিকাভুক্ত করতে পারবেন ।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ..

দোকান/ট্রাক ডিলারের নাম ঃ ....

দোকান/ট্রাক ডিলারের ঠিকানা ঃ ....

স্বাক্ষী-১ ঃ

স্বাক্ষর ঃ...

নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

স্বাক্ষী-২ ঃ

স্বাক্ষর ঃ...

নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....